INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ সংকট নিরসনে পরিবেশ-নারীবাদের ভূমিকা: একটি নৈতিক পর্যালোচনা

***স্বর্ণালী অধিকারী**

https://doi.org/10.5281/zenodo.21051869

সারসংক্ষেপ

সভ্যতা যত বিকশিত হয়েছে মানুষ ক্রমাগত বস্তুগত বাহ্য উন্নতিতে মোহিত হয়ে পড়েছে। আধুনিক সভ্যতার নামে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার আজ মানুষকে তীব্র অহংকারী করে তুলেছে। ক্রমে মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ, কল্যাণবোধ, নীতিবোধের হ্রাস যেমন ঘটেছে, তেমনি নিজের অজান্তেই সে ক্রমশঃ ধ্বংস করে চলেছে এই ধরিত্রীভূমিকে। বর্তমানের এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কীভাবে পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন (Sustainable Development) সম্ভব তা একটি অন্যতম প্রাসঙ্গিক ও চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে। ফলে আলোচ্য গবেষণাপত্রে আমি দেখানোর চেষ্টা করব, উন্নয়নের নামে প্রকৃতির উপর যে ধ্বংসলীলা মানবসমাজ সংগঠিত করে চলেছে তা কীভাবে প্রকৃতি ও মানুষের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আবার প্রকৃতির সাথে নারীর যেহেতু একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সুপ্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে – এই যুক্তিতে উভয়কে অবদমন করবার যে প্রচেষ্টা এবং তাদেরকে সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করবার যে প্রয়াস আমাদের সমাজে পুরুষতন্ত্র দ্বারা দীর্ঘকাল যাবৎ চলে এসেছে তা কীভাবে রোধ করা যায় – এবিষয়ে পরিবেশ-নারীবাদের বক্তব্য উপস্থাপনা করবার চেষ্টা করব। পরিশেষে পরিবেশ রক্ষার্থে নারীর যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা যেমন দেখানোর চেষ্টা করব, তেমনি পরিবেশ-নারীবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নারী ও পুরুষ উভয়ের সহযোগিতায় কীভাবে পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব তার একটি সর্বাঙ্গীণ চিত্র তুলে ধরবার প্রয়াস থাকবে আলোচ্য গবেষণাপত্রে।

মূলশব্দ: পরিবেশের অবক্ষয়, পুরুষতন্ত্র, আধুনিক সভ্যতার সংকট, পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন, পরিবেশ-নারীবাদ

**গবেষক, দর্শন ও জীবন-জগৎ বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়*

ভূমিকা:

বন্যজীবন থেকে পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ যত উন্নতির অভিমুখে এগিয়েছে ততই মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে এবং প্রকৃতির প্রতি মানুষের অবাধ শোষণ, উৎপীড়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ ভেবে এসেছে প্রকৃতির যেহেতু কোন বাক্ শক্তি নেই অর্থাৎ সে মূক-বধির তাই আমাদের সমস্ত রকম অন্যায়, অত্যাচার, কার্যকলাপ সে নির্বিচারে সহ্য করবে। কিন্তু বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, খরা, মহামারি, ক্রমাগত বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি, ওজন স্তরের ক্ষয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে প্রকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যথাযথ নয়। প্রকৃতির প্রতি হওয়া অত্যাচারের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই নারীদের ক্ষেত্রেও। কেননা নারী ও প্রকৃতিকে সমগোত্রীয় বলে মনে করেন এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। এক্ষেত্রে আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে, যে প্রকৃতি মানুষকে বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়ে থাকে, মানুষের খাদ্য, বাসস্থান বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে এবং যে প্রকৃতি না থাকলে মানুষের নিজেদের অস্তিত্বেরই সংকট দেখা দেবে, অপরদিকে যে নারী সন্তানের জন্ম দিয়ে বংশবিস্তার করে পরিবার তথা সমাজ সর্বোপরি দেশের অগ্রগতি ঘটায় তাদেরকে অবমাননা করার অর্থই হল সমাজ তথা দেশকে পশ্চাদ্গামী করা, অকল্যাণের দিকে ঠেলে দেওয়া - ফলে এর থেকে মুক্তির উপায় কি? এরূপ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে প্রকৃতি ও নারীর মুক্তির দিশারী রূপে আবির্ভূত হয় পরিবেশ-নারীবাদী তত্ত্ব। পরিবেশ-নারীবাদ বলতে এমন একটি তত্ত্বকে বোঝায় যা নারীর উপর দীর্ঘকাল যাবৎ সংগঠিত পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য ও অবদমনকে যেমন তুলে ধরে, ঠিক একইভাবে প্রকৃতির উপর মানুষের অবমাননার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করে। একইসাথে নারীর অধিকারকে কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় ও পরিবেশ যে ক্রমাগত অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে তা রোধ করবার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণের উপরও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পরিবেশ-নারীবাদী Karen J. Warren তাঁর *Ecological Feminism* গ্রন্থে বলেন “Ecological feminism is an umbrella term which captures a variety of multicultural perspectives on the nature of the connections within social systems of domination between those humans in subdominant or subordinate positions, particularly women, and the domination of nonhuman nature”[1].

সৃষ্টিলগ্ন থেকেই প্রকৃতির সাথে নারীর যে এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে তার প্রতিফলন আমরা Indian Cosmology তেও পেয়ে থাকি। *Staying Alive* গ্রন্থে Vandana Shiva এ প্রসঙ্গে বলেন, “From the point of view of Indian cosmology, in both the exoteric and esoteric traditions, the world is produced and renewed by the dialectical play of creation and destruction, cohesion and disintegration. The tension between the opposites from which motion and movement arise is depicted as the first appearance of dynamic energy (Shakti). All existence arises from this primordial energy which is the substance of everything, pervading everything. The manifestation of this power, this energy, is called nature (Prakriti). Nature, both animate and inanimate, is thus an expression of Shakti, the feminine and creative principle of the cosmos; in

[1] Warren, K. J. (1994). *Ecological Feminism* (pp. 1) Routledge.

conjunction with the masculine principle (Purusha), Prakriti creates the world"[2].

তাই আলোচ্য গবেষণা পত্রের প্রথম অংশে আমি নারী ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করব। উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির দোহাই দিয়ে প্রকৃতির উপর যে অবদমন চলছে তা বর্তমান সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কতটা সংকটের সম্মুখীন করতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করব গবেষণা পত্রের দ্বিতীয় অংশে। তবে মানুষ যেমন প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে পারে, তেমনি মানুষই পারে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে। আজ পূর্বের প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য জীবনে প্রত্যাবর্তনের কল্পনা যেমন মানুষ করতে পারেনা, তেমনি যুগের যান্ত্রিক নিষ্পেষণে সে তার নিজস্ব সত্তাকে ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছে, এমনকি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যে একটি সংকটপূর্ণ পরিবেশ অপেক্ষা করছে – এরূপ চিন্তাও তাকে অস্থির করে তোলে। এরূপ পরিস্থিতিতে বিকল্প পথ হিসাবে উঠে এসেছে Sustainable Development এর ধারণা। তাই পরিশেষে পরিবেশ-নারীবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব মানুষ কীভাবে তার বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতা, মানবিকতার দ্বারা চালিত হয়ে পরিবেশ ও উন্নয়নকে পারস্পারিক পরিপূরকতার সম্পর্কে আবদ্ধ করে একটি সুস্থিত সমাজ বা পরিবেশ-বান্ধব সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

নারী ও প্রকৃতির সম্পর্ক:

প্রাচীনকালে সমাজ ছিল মুলতঃ মাতৃতান্ত্রিক। এই সময় পরিবেশ ছিল দূষণহীন, সংরক্ষিত ও অক্ষত। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। মানুষ তার জীবিকার জন্য কৃষি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটে ও পিতৃতান্ত্রিক সমজব্যবস্থার উদ্ভব হয়। মানুষ যেহেতু পরিবেশের উপর নির্ভরশীল তাই নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনে তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। তেমনি পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে থাকেন নারীরাও। কৃষিকার্য, গবাদি পশুর প্রতিপালন, বিভিন্ন জলাশয় থেকে মাছ সংগ্রহ করার মতন বিভিন্ন কাজে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ প্রায় সমহারে পরিলক্ষিত হয়। কখনো কখনো পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ অনেকাংশেই বেশি দেখা যায়। বীজ সংগ্রহ করা, শস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াজাত করণ, পরিবারের সদস্যদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা, পানীয় জল সংগ্রহ করা, পশু খাদ্যের জোগান – এই সমস্ত কিছুই নারীর প্রাথমিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাই বলা হয়, একজন নারী তার স্বভাব নিয়মেই পরিবেশ সংরক্ষণে উৎসাহী। Maria Mies তাই বলেন, "Women's work in producing sustenance the production of life and views it as a truly productive relationship to nature, because women not only collected and consumed what grew in nature but they made things grow. This organic process of growth in which women and nature work in partnership with each other has created a special relationship of women with nature."[3]এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগ্রত হয়, প্রকৃতি ও নারীর মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বলা হয় সেই সম্পর্কটি আসলে কিরূপ? প্রকৃতিকে আমরা আমাদের 'মাতা' হিসাবে মনে করি। কেননা একজন মা যেমন তার সন্তানকে কেবল জন্ম দিয়েই ক্ষান্ত হন না, তার খাদ্যের জোগান দেওয়া, তার নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, ছোট থেকেই যত্ন, ভালোবাসার মাধ্যমে তাকে বড় করে

[2] Shiva, V. (2010). *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India* (pp. 38). Kali for Women.

[3] Shiva, V. (2010). *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India* (pp. 42-43). Kali for Women

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

তোলার চেষ্টা করে থাকেন। ঠিক একই রকম ভাবে দেখা যায় প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই মানুষের বেড়ে ওঠা, তার বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বাসস্থান কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রকৃতি থেকেই মানুষ গ্রহণ করে থাকেন। তাই প্রকৃতিকে আমরা 'অপর' বলে মনে করি না।

কিন্তু আমাদের সমাজ মূলত পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ দিয়ে গঠিত। যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণে ও উন্নয়নে নারীর যে বিশেষ ভূমিকা থাকতে পারে তা কখনই স্বীকার করা হয় না। পুরুষতন্ত্র মনে করে পুরুষরা সবল ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী বলে তারাই কেবল সৃষ্টিশীল ক্ষমতার অধিকারী। তাই পুরুষরাই সংস্কৃতির বাহক। অপরদিকে নারী দুর্বল ও আবেগের অধিকারী বলে তারা কখনই সংস্কৃতির বাহক হতে পারে না। নারী প্রকৃতির সাথে যুক্ত, প্রকৃতি হল জড় ও নিষ্ক্রিয়। পুরুষতন্ত্র প্রকৃতি ও নারীকে একই মানদণ্ডে বিচার করে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বা অপর (Other) বলে মনে করেন। তারা কখনও নারীকে প্রকৃতিকরণ করেছেন, আবার কখনও প্রকৃতিকে নারীকরণ এর মাধ্যমে উভয়ের উপর শোষণ ও উৎপীড়ন করে চলেছেন। তাই পরিবেশ-নারীবাদী Karen J. Warren বলেন, "Women have been "naturalized" and nature has been "feminized," it is difficult to know where the oppression of one ends and the other begins. Warren emphasized women are "naturalized" when they are described in animal terms such as "cows, foxes, chicks, serpents, bitches, beavers, old bats, pussycats, cats, bird-brains, hare-brains. Similarly, nature is "feminized" when "she" is raped, mastered, conquered, controlled, penetrated, subdued......"[4]. তিনি প্রকৃতি ও নারীর উপর এরূপ শোষণ ও অবদমনের কারণ হিসাবে একদিকে যেমন দ্বৈতবাদী মূল্যবোধ (Value-dualism) এর কথা উল্লেখ করেছেন, তেমনি ধারণাগত কাঠামো (Conceptual Framework) র কথাও বলেন। দ্বৈতবাদী মূল্যবোধ বলতে এমন এক বৈকল্পিক ধারণা যুগলকে বোঝায়, যার একটি বিকল্প অপর বিকল্পের পরিপূরক হওয়ার পরিবর্তে সর্বদাই বিপরীত হয়ে থাকে। এবং একটি বিকল্পের তুলনায় অন্যটি সর্বদাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়। যেমন - মানব/প্রকৃতি, পুরুষ/নারী, সংস্কৃতি/প্রকৃতি, বুদ্ধি/আবেগ, সার্বিক/বিশেষ প্রভৃতি। এক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের সমাজে প্রচলিত দ্বৈত মূল্যবোধের কারণে প্রকৃতিকে মানুষের তুলনায় বা নারীকে পুরুষের তুলনায় সর্বদাই কম গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করে তাদেরকে অবদমন করবার একটা প্রচেষ্টা। আবার ধারণাগত কাঠামো বলতে তিনি বলেন, "A conceptual framework is a set of basic beliefs, values, attitudes, and assumptions which shape and reflect how one views oneself and one's world. It is a socially constructed lens through which we perceive ourselves and others. It is affected by such factors as gendered, race, class, age, affectional orientation, nationality, and religious background"[5]. এইভাবে Warren দেখানোর চেষ্টা করেছেন আমাদের সমাজে প্রকৃতি ও নারীর অবমুল্যায়িত হওয়ার চিত্র।

---

[4] Tong, R. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (p. 238). Westview Press.

[5] Warren, K.J. (1998). The Power and the Promise of Ecological Feminism. In M.E. Zimmerman (2nd ed.), *Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology* (pp -326). Prentice Hall

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

পরিবেশের উপর উন্নয়নের বিরূপ প্রভাব:

মানব সভ্যতার পরিবর্তনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইউরোপের শিল্পবিপ্লব। কেননা পরবর্তীকালে যাকে কেন্দ্র করেই বিশ্বায়নের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শিল্পের বিস্তার ঘটে। এই শিল্পায়নকেই উন্নয়নের মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয়। উন্নয়নের নামেও চলছে নির্বিচারে বৃক্ষনিধন। এ যাবৎকাল মানুষ ভেবে এসেছে যে, সে প্রকৃতির প্রভু ফলে সে যখন খুশি, যেমন খুশি প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে পারে এবং প্রকৃতির যেন দায়ভার রয়েছে মানুষের সমস্ত দাবী, প্রয়োজন মেটানোর। কিন্তু বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে প্রকৃতি যেমন মানুষকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে করতে পারে, ঠিক তেমনই প্রকৃতি চাইলে মানুষকে ধ্বংসও করতে পারে। তাই প্রকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। বর্তমানে মানব সম্প্রদায় সুখ ও ভোগ-বিলাসে এতটাই মোহিত হয়ে পরেছে যে, তারা চায় তাদের এই অবস্থা ধরে রাখার জন্য যে কোন উপায়ে আর্থিক অবস্থার উন্নতি। আর তারা এও মনে করেন যে শিল্পায়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটলেই আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব। তাই সভ্যতাকে উন্নয়নের শিখরে পৌছবার আশায় এবং মানুষের সর্বাঙ্গীণ সুখ লাভের প্রয়াসের পরিণাম হিসাবে দেখা যাচ্ছে জঙ্গল কেটে নগরায়ণ, নির্বিচারে কৃষিজমির উপর কংক্রীটের সৌধ নির্মাণ, যত্র তত্র শপিং মল, অরণ্য ছেদ করে ৪ লেন, ৬ লেন সড়ক পথ নির্মাণ, রেলপথের প্রসার, বিভিন্ন কলকারখানার নির্মাণ যার ফলশ্রুতিতে বাড়ছে বায়ু দূষণ, জল দূষণ, মৃত্তিকা দূষণের মত আরও অসংখ্য বিষয় যার তালিকা সুবিস্তৃত।

বর্তমানে উন্নয়নের নামে সমাজে, সর্বোপরি সমগ্র দেশে চলছে এক ধ্বংসলীলা। উন্নয়ন বলতে সাধারণতঃ বোঝায় সার্বিক কল্যাণ। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশ অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে উন্নয়ন (Development)। কথাটি শুনতে অদ্ভুত লাগলেও তা বাস্তব সত্য। পরিবেশ-নারীবাদী Vandana Shiva তাই বলেন, "Development was to have been a post-colonial project, a choice for accepting a model of progress in which the entire world remade itself on the model of the colonising modern west, without having to undergo the subjugation and exploitation that colonialism entailed. The assumption was that western style progress was for all"[6]. তবে পশ্চিমের অনুকরণে উন্নয়ন বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক বিকাশ ও শ্রমিকের দ্বারা বাড়তি উৎপাদনশীলতা। শিল্পায়ন ও যন্ত্রীভাবনার মধ্য দিয়েই এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। তাই তিনি আরও বলেন, "Development thus, is equivalent to maldevelopment, a development bereft of the feminine, the concentration, the ecological principle"[7]. Vandana Shiva মন্তব্য করেছেন যে, আধুনিক উন্নয়নের যে ধারা বর্তমানে প্রচলিত তাতে একটি নদীর মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে সে কতটা সেচকাজে ব্যবহৃত হল কিংবা তার দ্বারা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে কতটা সুবিধা হল তার উপর। কিন্তু সাধারণ জনগোষ্ঠী তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনে কতটা ঐ নদীর উপর নির্ভরশীল তা কখনই এখানে বিচার্য বিষয় হয় না। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরবের মত দেশগুলিতেও দেখা যায় পানীয় জল কিংবা নিত্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের যথাযথ ব্যবস্থা নেই। আর আমাদের যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা সেখানে

---

[6] Shiva, V. (2010). *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India* (pp. 1). Kali for Women

[7] Shiva, V. (2010). *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India* (pp. 4). Kali for Women

গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজের দায়ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর উপরেই ন্যস্ত থাকে। তাই পানীয় জল কিংবা বিভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহের তাগিদে নারীকে কোথাও মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, আবার কোথাও বা দুর্গম পথ অতিক্রম করে জল সংগ্রহ করতে যেতে হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে নারীর উপরেই চাপ বৃদ্ধি পায়। আবার 'উন্নয়ন'এর নামে অনেক সময় দেখা যায় রাষ্ট্র বৃহৎ অরণ্যগুলিকে তুলে দেয় বড় বড় ব্যবসায়ী বা শিল্পমালিকদের হাতে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার পরিবেশ নির্ভর আমজনতার কাছ থেকে শিল্পমালিক বা ব্যবসায়ীদের হাতে স্থানান্তরিত হলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের অবনয়ন অনিবার্য হয়ে ওঠে। কেননা দেখা যায় অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতে সেই লোকালয়ের মানুষজন তাদের জীবিকার স্বার্থে, নারীরা তাদের জ্বালানি কাঠ, বনজ সম্পদ ও অন্যান্য গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য অনেকাংশেই বনের উপর নির্ভরশীল। তাই বনভূমি যদি ধ্বংস করে ফেলা হয় তখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য তারা দূরবর্তী অরণ্যে যেতে বাধ্য হয়। এইভাবে অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের নামে অনবরত ও ভ্রূক্ষেপহীন বৃক্ষচ্ছেদন বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে যেমন নষ্ট করে দিচ্ছে তেমনি বিশ্বউষ্ণায়ন (Global Warming), ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের মত বিষয়গুলিও সংগঠিত হচ্ছে। যার পরিণাম হিসাবে দেখা যাচ্ছে মেরু অঞ্চল ও হিমালয়ের বরফ গলতে শুরু করছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের উচ্চতা ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে মানুষ আশঙ্কা করছে যদি এই সংকটময় পরিস্থিতি চলতে থাকে তাহলে দেশের নিম্ন উপকূলবর্তী এলাকাগুলি প্লাবিত হয়ে যাবে যা মানুষের জীবন-জীবিকার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলবে, মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য যেমন ব্যহত হবে, তেমনি পশু-পক্ষী, জীব-অজীব, প্রাকৃতিক সম্পদ সর্বোপরি পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিশ্ব অর্থনীতিতে, মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে।

বিশ্বউষ্ণায়নের ফলে বিগত কয়েক বছরে আমরা একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছি। যেমন- ২০২৪ সালের জুলাই এর শেষের দিকে কেরালা (kerala) র ওয়েনাদ (Wayanad) জেলায় হরপা বান ও ভূমি ধস এ দুটি গ্রাম প্রায় ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। আবার ২০২৫ সালে প্রবল বৃষ্টিতে হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। বন্যা ও ধসের প্রকোপে বহু মানুষের, জীব-জন্তুর মৃত্যু হয়েছিল। ঐ বছরেই আগস্ট এর দিকে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী (Uttarkashi)-র ধরলি (Dharali) শহরে বন্যা ও ভূমি ধসের একই চিত্র দেখা যায়। আবার ২০১৯ সালের Amazon rainforest র ভয়াবহ দাবনলের ঘটনা। দক্ষিণ আমেরিকার অতি খরা পরিস্থিতি ও El Nino এই ধরনের দাবানলের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। এই রকম অসংখ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে প্রকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যথাযথ নয়।

তাই আমরা যদি আমাদের চাহিদা গুলিকে সীমিত করতে না পারি, কিংবা আমাদের ভোগবাদী মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারি বা আধুনিকতা ও উন্নয়নের নামে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রকৃতির উপর যে বিরামহীন অত্যাচার চলছে তা থেকে যদি বিরত না হই তাহলে সমগ্র পৃথিবী ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে।

পরিবেশ রক্ষায় নারীর ভূমিকা:

পরিবেশের সুস্থতা, স্বাভাবিকতা ও জনজীবন রক্ষার স্বার্থে, এমনকি বিভিন্ন পরিবেশবাদী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তারা অরণ্য ধ্বংস, জলাশয়ের ক্ষতিসাধন, জীব-বৈচিত্র্যের ধ্বংস, বন্যপ্রাণী ও জলজ প্রাণীর উচ্ছেদ সাধন, পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে এমন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবেশ বিরোধী কর্মসূচির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল Chipko

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

Movement, Appiko Movement, Green Belt Movement, Love Canal Movement ইত্যাদি।

চিপকো আন্দোলনঃ

"The forest is our mother's home, we will defend it with all our might. Women of the village of Reni in the Garhwal mountains of the Himalayas Range"[8].

১৯৭০-র দশকে উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের পাদদেশে চামোলি জেলার গাড়োয়াল(Garhwal) অঞ্চলে সংগঠিত চিপকো আন্দোলন ছিল নারী ও প্রকৃতির মধ্যে অটুট সম্পর্কের দৃষ্টান্ত হিসাবে সংগঠিত আন্দোলন গুলির মধ্যে একটি অন্যতম। 'Chipko' একটি হিন্দি শব্দ, যার অর্থ হল 'Hugging' বা আলিঙ্গন। Mira Behn, Sarala Behn, Sundarlal Bahuguna, Chandi Prasad Bhatt, Ghanshyam Shailani প্রমুখের নেতৃত্বে সংগঠিত এই আন্দোলন ছিল একটি অহিংস আন্দোলন।

তবে চিপকো আন্দোলন শুরু হওয়ার বেশ কিছুটা সময় আগে থেকেই হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলের মহিলারা পরিবেশ সংরক্ষণের তাগিদে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে শুরু করেছিলেন। ১৯৪০-এর শেষের দিকে Mira Behn যখন হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন, তখন তিনি ওখানকার এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানতে পারেন যে, পূর্বে Tehri Garhwal forests ছিল banj ও kharik প্রজাতির গাছে পূর্ণ। এই প্রজাতির বৃক্ষগুলি ছিল পরিবেশ বান্ধব। কিন্তু ক্রমে এই প্রজাতির বৃক্ষের অবলুপ্তি ঘটিয়ে তার পরিবর্তে বাণিজ্যিকভাবে মুল্যবান বৃক্ষচারা পাইন, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতির বৃক্ষ রোপণ করা হয়। এই উচ্চফলনশীল প্রজাতির বৃক্ষাদি সাধারণ গাছের তুলনায় মাটি থেকে বিপুল পরিমাণ জল শোষণ করে। ফলে জলস্তর যেমন নেমে যায়, তেমনি মৃত্তিকা ক্ষয় বৃদ্ধি পায়। ফলে বন্যা, খরার মতন প্রাকৃতিক দুর্যোগও গাড়োয়াল অঞ্চলে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আবার এই সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চলের গ্রামগুলির সাধারণ মানুষদের প্রধান উপজীবিকা এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রধান উৎসস্থল ছিল এই অরণ্য। এই অরণ্যের গাছগুলিও ছিল ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অত্যন্ত মূল্যবান। বিশেষ করে ক্রীড়া-সামগ্রী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এই গাছগুলির কাঠ ছিল অত্যন্ত উপযোগী। এই কারণে এলাহাবাদের এক ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারী ব্যবসায়িক কোম্পানি ব্যবসায়িক স্বার্থে ঐ এলাকার গাছগুলিকে ক্রয় করে নেন। এবং যখন তারা গাছ গুলিকে কাটার জন্য গাড়োয়ালের বনভুমিতে এসে উপস্থিত হন, তখন ঐ অঞ্চলের গ্রামীণ অতি সাধারণ সহজ, সরল অথচ পরিবেশ সচেতন নির্ভীক নারীরাই বনসংরক্ষণের তাগিদে বনভূমির গাছগুলিকে তারা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন, যাতে কোম্পানির নিযুক্ত ঠিকাদার শ্রমিকরা কোনভাবেই গাছ কাটতে না পারেন। মা যেমন বিপদের সময় সন্তানকে জড়িয়ে ধরে রাখে তাকে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য, এক্ষেত্রেও মহিলারা গাছগুলিকে নিজেদের সন্তানসম মনে করে আগলে ধরে রেখেছিলেন। Chipko আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব Sundarlal Bahuguna কে এ প্রসঙ্গে বলতে শোনা যায়, "We are the runners and messengers - the real leaders are the women"[9]। পরিশেষে মহিলাদের মরণপণ জেদের কাছে পরাজিত হয়ে বাণিজ্যিক কোম্পানির ঠিকাদাররা গাছ কাঁটা থেকে বিরত হন। এমনকি এই প্রবল আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে ভারত সরকারও ঐ অঞ্চলে গাছ কাটা বন্ধ করবার নির্দেশ দেন।

---

8 Mellor, M. (1997). *Feminism and Ecology* (p.19). Polity Press.

9. Shiva, V. (2010). *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India* (pp. 4). Kali for Women

ব্যবসায়ীদের সীমাহীন অর্থলোভ ও মুনাফা লাভের করাল গ্রাস থেকে অরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধ গাড়োয়াল এলাকার বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করা এবং পরিবেশের ভারসাম্য ও সুস্থতা রক্ষার লক্ষ্যে নারীদের যে নির্ভীক পরিবেশবাদী অহিংস আন্দোলন যা পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্তের নজির গড়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

Love Canal আন্দোলন:

বিষাক্ত বর্জ্য (Toxic waste) কীভাবে মানুষের জীবনকে, জনস্বাস্থ্যকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে, পরিবেশকে দূষিত করে তারই উল্লেখ পাওয়া যায় Love Cannal এ সংগঠিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। Love Cannal disaster টি সংগঠিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (United States) , New York -র Niagara Falls -র কাছে Love Canal নামক এলাকায়। ১৯৪২ সাল নাগাদ একটি Hooker Chemical Company এই এলাকায় প্রায় ১৫ গজ প্রশস্ত এবং ৪০ ফুট গভীর একটি খাল খনন করে সেখানে বিষাক্ত ও রাসায়নিক বর্জ্য ফেলতে শুরু করেন। এই canal টিতে প্রায় ২০ হাজার টনেরও বেশি বিষাক্ত বর্জ্য ফেলার পর এটি পূর্ণ হয়ে যাওয়ায়, এটিকে ভরাট করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতি গড়ে ওঠে। ১৯৭০ দশকের মধ্যে ঐ এলাকাটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়। তবে বসবাসকারীদের মধ্যে অনেকেই জানতেন না যে তাদের গৃহের নীচে বা পার্শ্ববর্তী এলাকাতে এইরকম বিষাক্ত আবর্জনার স্তূপ আছে। ধীরে ধীরে ঐ এলাকার অধিবাসীরা নানা ধরনের রোগে যেমন- শ্বাসকষ্ট, মাথাব্যাথা, মাথা ঘোরানো, বমিভাব, মৃগীরোগ, যকৃৎ ও কিডনির বিভিন্ন সমস্যা, ক্যানসারের মতন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করেন। এমনকি মহিলাদের গর্ভপাতের পরিমাণ ও বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্মহারও বাড়তে থাকে। যার সাথে বৃদ্ধি পায় জল দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, বায়ু দূষণ প্রভৃতি।

এইরকম পরিস্থিতিতে ঐ এলাকার মূলতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারাই উপলব্ধি করেন যে বিষাক্ত বর্জ্যের কারণেই তাদের ঐ এলাকাভুক্ত পরিবারগুলির সদস্যদের জীবন চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। তখন ঐ এলাকারই এক সাধারণ গৃহিণী Lois Gibbs তার নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয় এবং তা পরবর্তীতে আরও বিস্তার লাভ করে। পরিশেষে এই আন্দোলনের চাপে পরে বাধ্য হয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার Love Cannal এলাকায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং ঐ এলাকার মানুষদেরকে নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন। একইসাথে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হয়, কেননা পরিবেশ যদি দূষিত হয়ে পড়ে তাহলে জনজীবন যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি উদ্ভিদকূল, প্রাণীকূল থেকে শুরু করে প্রকৃতির অন্যান্য জড় উপাদান গুলিও সংকটের মুখে পড়বে। তাই বলা যায়, পরিবেশ রক্ষার্থে বা পরিবেশকে সুস্থ-স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে নারীদের যে ভূমিকা ছিল, আছে এবং থাকবে তা কখনই অস্বীকার করা যায়না।

তবে উন্নয়নের দোহাই দিয়ে, সভ্যতাকে উন্নতির শিখরে পৌঁছাবার প্রতিযোগিতায় মানুষ যেভাবে আজ ভোগবাদের পিছনে ছুটে চলেছে তা রুখতেই হবে। কেননা অতিরিক্ত ভোগ এবং লোভ-লালসাই মানুষকে নীতিহীন, মুল্যবোধহীন করে তোলে। আসলে আরো চাই, আরো চাই – এই প্রবণতাই আজ মানুষকে বিপন্নতার দোর গোঁড়ায় এসে দাঁড় করিয়েছে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রকৃতির উপর, মানব সমাজের উপর যেমন পড়েছে, তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও সংকটের মুখে ফেলেছে। তাই পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে মানুষের ভাবনাচিন্তার, মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। একইসাথে প্রয়োজন পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন ঘটানোর। এই Sustainable Development সম্পর্কে বলা হয় "Development that meets the needs of he present without compromising the ability of future generations to meet their own

needs"[10]. বর্তমানে এই একবিংশ শতকে দাড়িয়ে আমাদের আজ সমাজের উন্নয়ন যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা এবং সমাজের প্রচলিত দ্বৈতবাদী মূল্যবোধের অপসারণ ঘটানো। কেবল নারীই পারে কিংবা কেবলমাত্র পুরুষরাই পারে পরিবেশকে রক্ষা করতে এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে বরং আমাদের মনে স্থান দিতে হবে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলের যৌথ প্রচেষ্টাতেই পরিবেশের সংরক্ষণ সম্ভব। আসলে পরিবেশ চেতনা নির্ভর করে মানুষের চিন্তা-চেতনার মানসিকতায়, তার নাগরিক মূল্যবোধের উপর, এখানে উচ্চ-নীচ কোন ভেদ নেই। তাই মানুষ যদি যান্ত্রিকতার দ্বারা চালিত না হয়ে, তার বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতা, মানবিকতার দ্বারা চালিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করে তাহলে পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে বলে যেমন আশা করা যায়, তেমনি একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপহার দিতে পারব বলে আমরা আশা রাখতে পারি।

গ্রন্থপঞ্জী

- Agnimitra, N. (2014). *Going Green (women and grassroots environmentalism)*, Shipra Publication.
- Keller, D. R. (2010). *Environmental Ethics:the big questions.* Wiley-Blackwell Publishing Ltd.
- Merchant, C.(1996). *Earth Care (Women and the Environment).* Routledge.
- Mies, M. & Shiva, V. (1993). *Ecofeminism.* Rawat Publications.
- Plumwood, V. (2002). *Environmental Culture (the ecological crisis of reason).* Routledge Publisher.
- Plumwood, V. (1993). *Feminism and the Mastery of Nature.* Routledge.
- Rodda, A. (1991) *Woman and the Environment*, Zed Books Ltd.
- Shiva, V. (2010). *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India.* Kali for Women.
- Tong, R. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction.* Westview Press.
- Warren, K. J. (1994). *Ecological Feminism.* Routledge.
- Zimmerman, M.E. (1998). *Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology* (2nd ed). Prentice Hall.

----

[10] 'The world commission on Environment and Development' in The Brundtland Commission report 'Our Common Future'(1987). Oxford University Press.